দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 SEP 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারীতে ভর্তির সিদ্ধান্ত

আনোয়ার আলদীন ॥ গত এক বছর ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স প্রিলি- মিনারী শ্রেণীতে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে চলতি বছর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। গত বছর ১লা জুলাই, ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিলিমিনারীতে পরবর্তীতে ভর্তি নেওয়া হইবে কি-না এই বিষয়ে চিন্তা করা হই- তেছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক সিদ্ধান্তে ভর্তি পরীক্ষার দিনক্ষণ ঠিক না করিলেও নির্দিষ্ট ১৪/১৫টি বিভাগে মাত্র সাড়ে ৫ শতাধিক অতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি করা হইবে বলিয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। গত ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মাষ্টার্স প্রিলিমিনারী শ্রেণীতে ৩৬টি পৃথক বিভাগে ২ হাজার ৭৬ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করা হইয়াছে। চলতি ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে কেবলমাত্র যে বিষয়গুলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত মাষ্টার্স কলেজগুলিতে নাই কিংবা বহুল পঠিত নয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়গুলিতে এখনও অনার্স কোর্স চালু হয় নাই উহাতেই ভর্তি নেওয়া হইবে। ফলে গত ১ বছর ধরিয়া অপেক্ষমান ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লক্ষাধিক ভর্তিচ্ছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(শেষ পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাইবে।

প্রিলিমিনারী শ্রেণীতে বিষয় এবং আসন সংকোচনের কারণ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর শহীদউদ্দিন আহমেদ জানান, দেশের মাষ্টার্স কলেজগুলি জাতীয় বিশ্ব- বিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ার পর এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের দায়-দায়িত্ব আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। আমরা যখন মাষ্টার্স কলেজগুলি নিয়ন্ত্রণ করিতাম তখন ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব পালন করি- য়াছি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছর প্রায়ও সহস্র ছাত্র-ছাত্রীকে মাষ্টার্সে পড়াশুনার সুযোগ করিয়া দিয়াছি। ভিসি বলেন, ঢাকা বিশ্ব- বিদ্যালয়ে প্রিলিমিনারীতে সংকোচন নীতি করা হইলেও অনার্স শ্রেণীতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভবিষ্যতেও হইবে। প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিভিন্ন যৌক্তি- কতার নিরিখে এবং মানবিক কারণে সীমিত পর্যায়ে এবার প্রিলিমিনারীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হইবে। এই বিষয়ে শীঘ্রই ভর্তি কমিটির সভা আহ্বান করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

যে বিভাগগুলিতে চলতি বছর প্রিলিমিনারী শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া হইতে পারে তাহা হইতেছে : আন্তর্জা- তিক সম্পর্ক বিভাগ (আসন সংখ্যা-৩৬) ভাষাতত্ত্ব-৪৫, সংস্কৃতি-২৭, পালি-৯, আরবী-৪৫, উর্দু-৫, ফার্সী-৫, নাট্য- কলা-১০, সংগীত-১০, গণযোগা- যোগ ও সাংবাদিকতা-৫৪, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান-৪০, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি-২৭, মার্কেটিং- ১১৩ ও ফিন্যান্স এণ্ড ব্যাংকিং- ১১৩।